উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

বর্ষ ৪
সংখ্যা ২
এপ্রিল-জুন ২০০৫

ঘাসফুল বার্তা

ঘাসফুলের উদ্যোগে আয়োজিত বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বিশ্ব পরিবেশ দিবস'০৫ এর আলোচনা সভায় আহবান

'বেশী করে গাছ লাগান, বিপর্যয়ের হাত থেকে পৃথিবীকে বাঁচান'

প্রকৃতির সবুজ মানেই বৃক্ষ, বৃক্ষ রোপণের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় বনায়ন আর বনায়নের ফলে গড়ে উঠে সবুজ নগরী। পরিবেশের এক অপরিহার্য উপাদান এ সবুজ বৃক্ষ। নানা প্রজাতির বনজ, ফলজ, ও ঔষধি গাছ খুব সহজেই পাওয়া যায়, যা রোপণের মাধ্যমে সুন্দর জনপদ যেমন সৃষ্টি হয় তেমনি পরিবেশও বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পায়। গত ৬ জুন সোমবার বিশ্ব পরিবেশ দিবস'০৫ ও ঘাসফুল বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তারা এসব কথা বলেছেন।

'সবুজ নগরী, সুন্দর পৃথিবী' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলার ৩নং মির্জাপুর ইউনিয়নের মনসুরাবাদ প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে ঘাসফুল উক্ত আলোচনা সভার আয়োজন করে। এতে সভাপতিত্ব করেন ঘাসফুলের নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাটহাজারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন মির্জাপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এম.এ মালেক নূরী, সাবেক চেয়ারম্যান অছি মিয়া চৌধুরী, হাটহাজারী উপজেলা লাইভস্টক কর্মকর্তা ডাঃ রেয়াজুল হক, ঘাসফুলের সাধারণ পরিষদ সদস্য এম.এস আব্বাস উদ্দিন চৌধুরী, বিশিষ্ট সমাজসেবক আলহাজ্ব আব্দুর রহিম, মহিলা ইউপি মেম্বার নূর বানু, প্রধান শিক্ষক সুমন বড়ুয়া প্রমুখ। এতে দিবসের তাৎপর্য্য তুলে ধরে ধারণাপত্র পাঠ করেন গভর্নেন্স বিভাগের সহকারী কর্মসূচী সংগঠক বুসরা তাবাসসুম রাতুল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিদের স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সংস্থার অর্থ ও প্রশাসন বিভাগ প্রধান মফিজুর রহমান। তিনি বলেন, সুজলা, সুফলা, শস্য শ্যামলা দেশ সৃষ্টির জন্য এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য সরকার, বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার পাশাপাশি ব্যক্তিগত

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও ঘাসফুল বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন হাটহাজারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান।

(৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঘাসফুল ও পিকেএসএফ এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

গত ১০ এপ্রিল ২০০৫ পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও ঘাসফুলের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্তে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পিকেএসএফ প্রদত্ত টাকায় ঘাসফুল পটিয়ায় ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উক্ত চুক্তির আওতায় ঘাসফুলের নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী পিকেএসএফ'এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডঃ সালেহউদ্দীন আহমদের কাছ থেকে চেক গ্রহণ করেন। এ সময় পিকেএসএফ'এর সহকারী ব্যবস্থাপক মোঃ সালেহ বিন শামস ও ঘাসফুল লাইভলীহুড বিভাগের কো-অর্ডিনেটর সাখাওয়াত হোসেন মজুমদার উপস্থিত ছিলেন। ঘাসফুল কর্মকর্তাবৃন্দ পিকেএসএফ'এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মোশাররফ হোসেন খানের সাথেও সাক্ষাত করেন।

পিকেএসএফ' এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডঃ সালেহ উদ্দিন আহমদের কাছ থেকে চেক গ্রহণ করছেন ঘাসফুলের নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী।

ঘাসফুলের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিদর্শন করলেন পিকেএসএফ ব্যবস্থাপনা পরিচালক

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডঃ সালেহউদ্দীন আহমদ ২২ এপ্রিল ২০০৫, শুক্রবার ঘাসফুলের পটিয়াস্থ ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ সময় সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী, স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান নুর আলী চৌধুরী, স্থানীয় ইউপি মেম্বারসহ শতাধিক উপকারভোগী দুঃস্থ মহিলা

উপস্থিত উপকারভোগী সদস্যদের সাথে কথা বলছেন পিকেএসএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

তাঁকে অত্র এলাকায় স্বাগত জানান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল পিকেএসএফ' এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনগণের সাথে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড আরো জোরদার করেছে। পরিদর্শনকালীন সময়ে ডঃ সালেহউদ্দীন আহমদ ঘাসফুল ক্ষুদ্রঋণ

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঘাসফুলের উদ্যোগে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস,০৫' উদযাপন

বিগত ৭ এপ্রিল ২০০৫ ইংরেজী তারিখে ঘাসফুলের উদ্যোগে 'বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস'০৫, উদযাপিত হয়। এবারের দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'সবার আগে মা ও শিশুর স্বাস্থ্য'। এ উপলক্ষ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আয়োজিত র‍্যালি, আলোচনা সভায় ঘাসফুল অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও অত্র দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর ভিত্তি করে ঘাসফুল স্বাস্থ্য বিভাগ এক আলোচনা সভার আয়োজন করে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে ঘাসফুল আয়োজিত র‍্যালীর একাংশ

স্বাস্থ্য বিভাগের ব্যবস্থাপক বেদৌরা বেগমের সভাপতিত্বে উক্ত আলোচনা সভায় আরো অংশগ্রহণ করেন সংস্থার মেডিকেল অফিসার ডাঃ জান্নাতুল ফেরদৌস, সহকারী কর্মকর্তা নুরুন্নাহার ও শাহানাজ বেগম প্রমুখ। এতে ঘাসফুল প্রশিক্ষিত ধাত্রীগণ, উপকারভোগী সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা বলেন, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য ভালো থাকলে একটি দেশের জনস্বাস্থ্য ভাল অবস্থায় আছে বলে ধরা হয়।

(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঘাসফুল বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভায় আহ্বান

অদম্য কর্মস্পৃহা ও সেবার মনোভাব নিয়ে অসহায় ও বঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ান

ঘাসফুল এর বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান'০৪ গত ২৪ জুন ২০০৫ চট্টগ্রাম ষ্টক একচেঞ্জ মিলনায়তনে সম্পন্ন হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সংস্থার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সঞ্চয় ও ঋণ এবং প্রশাসনিক কার্যক্রমে স্ব-স্ব অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মোট ২২ জনকে এ বৎসর শ্রেষ্ঠ কর্মীর পুরস্কার প্রদান করা হয়। এতে সংস্থার কার্যকরী ও সাধারণ পরিষদের সদস্যবৃন্দসহ সকলস্তরের কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান শামসুন্নাহার রহমান পরাণ। শুরুতেই আগত অতিথিবর্গকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন ঘাসফুলের নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী। এতে আরো বক্তব্য রাখেন ঘাসফুল সাধারণ পরিষদ সদস্য ডাঃ গোলাম রহমান। তিনি বলেন, প্রত্যেক কাজের স্বীকৃতি হচ্ছে পুরস্কার।

একজন কর্মীর হাতে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন ঘাসফুলের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান শামসুন্নাহার রহমান পরাণ

স্বীয় মেধা, যোগ্যতা ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তাঁরা সেটি অর্জন করতে যাচ্ছে, সেজন্য আমি প্রত্যেককে অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি এবং ভবিষ্যতে এ ধারা অব্যাহত রাখবেন বলে আমি আশা রাখি। এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সংস্থার কার্যকরী পরিষদের সহ-সভাপতি ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মোশারফ হোসেন বলেন, যে ঘাসফুল একসময় একটি ফুলের কুঁড়ি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল, কালের পরিক্রমায় তা আজ প্রস্ফুটিত হয়ে অসংখ্য ফুলের জন্ম দিয়েছে। শুরুতে অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিসরে কার্যক্রম পরিচালনা করলেও আপনাদের মত সুদক্ষ কর্মীবাহিনীর কারণে ঘাসফুলের কার্যক্রম আজ সারা দেশব্যাপী বিস্তৃত হতে যাচ্ছে, সেটি অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার। সভাপতির বক্তব্যে শামসুন্নাহার রহমান পরাণ বলেন, ঘাসফুলের দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মীবাহিনীর কারণে রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় পর্যায়ে যে স্বীকৃতি অর্জন করেছে তার মূল অবদান হচ্ছে আপনাদের। প্রত্যেক কর্মীর নিরলস পরিশ্রমের কারণে ঘাসফুল আজ দেশের অন্যান্য জায়গায় সম্প্রসারিত হচ্ছে। তিনি ভবিষ্যতেও এ ধরণের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। শ্রেষ্ঠ কর্মী পুরস্কার'০৪ প্রাপ্তরা হলেন- প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের শ্রেষ্ঠ সহকারী কর্মকর্তা-নুরুন নাহার, শ্রেষ্ঠ কমিউনিটি মবিলাইজার- মোহাম্মদ শাহ আলম, শ্রেষ্ঠ স্বাস্থ্য সহকারী -সেলিনা আকতার, শ্রেষ্ঠ ধাত্রী ১ম- নুরজাহান বেগম, ২য়-মোর্শেদা বেগম ও ৩য়- মোমেনা খাতুন। শিক্ষা বিভাগে শ্রেষ্ঠ সহকারী কর্মকর্তা হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছেন আলো চক্রবর্তী, শ্রেষ্ঠ সেন্টার ম্যানেজার/ব্যবস্থাপক- শামসুন নাহার, শ্রেষ্ঠ ফ্যাসিলিটেটর-যূথী গুপ্তা, শ্রেষ্ঠ শিক্ষিকা (ইএসপি) - ফরিদা বেগম, এনএফপিই স্কুলের শ্রেষ্ঠ শিক্ষিকার ১ম পুরস্কার-আয়েশা খাতুন, ২য়-সালমা খাতুন আলো ও ৩য়-জেসমিন আকতার। প্রশাসন বিভাগে শ্রেষ্ঠ কর্মী- শিপ্রা বড়ুয়া, শ্রেষ্ঠ সাপোর্ট স্টাফ- তামিম দে। সঞ্চয় ও ঋণ বিভাগে শ্রেষ্ঠ সহকারী কর্মকর্তার পুরস্কার পেয়েছেন তাজুল ইসলাম খাঁন, শ্রেষ্ঠ হিসাব কর্মকর্তা-মোস্তফা জামাল উদ্দিন আহম্মদ, শ্রেষ্ঠ কমিউনিটি মবিলাইজার ১ম-মর্জিনা বেগম, ২য়- তাজমহল বেগম, ৩য়-দিলরুবা সুলতানা, ৪র্থ ও ৫ম - যথাক্রমে জাহানারা আহমেদ এবং নারগিস আরা বেগম। পরবর্তিতে পুরস্কার প্রাপ্তদের হাতে সুদৃশ্য ক্রেস্ট তুলে দেন সংস্থার কার্যকরী ও সাধারণ পরিষদের সদস্যবৃন্দ।

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের নিয়ে ইডিবিএম প্রশিক্ষণ আয়োজন

'উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের ফলে আমাদের ব্যবসায়িক জ্ঞান বৃদ্ধির পাশাপাশি আর্থিক উন্নতিও সাধিত হচ্ছে। কথাগুলো একজন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার' যিনি ঘাসফুলের জিইডিপি প্রকল্পের একজন উপকারভোগী। এ রকম ১৮ জন উদ্যোক্তাকে নিয়ে গত ১৮-২২ জুন'০৫ পাঁচদিন ব্যাপী এক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণার্থীরা বিভিন্ন পেশার অধিকারী হওয়ায় প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে তাঁরা নিজস্ব ধ্যান-ধারণা, অভিজ্ঞতা প্রভৃতি সম্পর্কে একে অপরের সাথে ভাব বিনিময় করেন। উদ্যোক্তাদের মধ্যে রয়েছেন-প্লাস্টিক সামগ্রী প্রস্তুতকারী, স্টিল আলমারী প্রস্তুতকারী, ব্লক-বাটিক ব্যবসায়ী, আর্টের ব্যবসায়ী, ওয়ার্কশপ মালিক, লোহার ব্যবসায়ী, মুদি দোকানদার, মোবাইল সেট ও সরঞ্জাম বিক্রেতা, জুট ব্যবসায়ী, মোটর যন্ত্রাংশ বিক্রেতা, রেস্তোঁরার মালিক, কসমেটিক ও ষ্টেশনারী দ্রব্য বিক্রেতা প্রভৃতি। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেদের ব্যবসাতে সাফল্য লাভ করেছেন কিংবা সম্ভাবনাময়ী এমন সমিতির সদস্যদের মধ্য থেকে বাছাই করে ঘাসফুল বছরের বিভিন্ন সময়ে এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরী করছে। এতে ব্যবসায়ের বিভিন্ন কৌশল হাতে-কলমে শেখানোর পাশাপাশি এ ধরণের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জীবনের নব দিগন্ত উম্মোচনের প্রচেষ্টা চালানো হয়। উক্ত প্রশিক্ষণের বিভিন্ন সেশনে সহায়কের ভূমিকা পালন করেন লাইভলীহুড বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল, সহকারী কর্মকর্তা আবু করিম ছামিউদ্দিন, সহকারী কর্মকর্তা গোলাপ ফেরদৌস আরা বেগম প্রমুখ।

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের একাংশ

সেলুন কর্মীদের এইডস বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন সম্পন্ন

এইচআইভি/এইডস সংক্রমণ এবং এর ভয়াবহ থাবা থেকে বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে রক্ষার জন্য এখনই সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে-ঘাসফুল আয়োজিত সেলুন কর্মীদের এইডস বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন সভায় উক্ত কথাগুলো বললেন সেলুনকর্মী দিলীপ শীল। এ সভায় চট্টগ্রাম শহর এলাকার ২০ জন সেলুনকর্মী উপস্থিত ছিলেন। উক্ত ওরিয়েন্টেশন সভায় সভাপতিত্ব করেন সংস্থার অর্থ ও প্রশাসন বিভাগ প্রধান মফিজুর রহমান। এতে সংস্থার পরিচিতি প্রদান ও অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন লাইভলীহুড বিভাগের কোঅর্ডিনেটর সাখাওয়াত হোসেন মজুমদার। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন যাবৎ সমাজের পিছিয়ে পড়া তথা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ঘাসফুল স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মানবাধিকার এবং ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করার পাশাপাশি মানব সভ্যতার হুমকিরূপে আবির্ভূত এইচআইভি / এইডস প্রতিরোধে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উক্ত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আজকের এ ওরিয়েন্টেশন সভার আয়োজন। তিনি আরো বলেন, এ ঘাতক ব্যাধি প্রতিরোধে সবার সম্মিলিত প্রয়াস দরকার। তিনি উপস্থিত সেলুনকর্মীদের এ ব্যাপারে আরো সচেতন ও দায়িত্ববান হওয়ার জন্য পরামর্শ দেন। এতে এইচআইভি / এইডস এবং তা প্রতিরোধে সেলুনকর্মীদের করণীয় দিক সম্পর্কে আলোকপাত করে বক্তব্য রাখেন সংস্থার মেডিকেল অফিসার ডাঃ জান্নাতুল ফেরদৌস। তিনি বলেন, অরক্ষিত যৌনাচার, পরীক্ষাবিহীন রক্ত

ঘাসফুল প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত সেলুনকর্মীদের এইডস বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন সভায় বক্তব্য রাখছেন অর্থ ও প্রশাসন বিভাগ প্রধান জনাব মফিজুর রহমান।

পরিসঞ্চালন, আক্রান্ত বাবা-মা'র মাধ্যমে সন্তানের, আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে সিরিঞ্জ বিনিময় এবং ক্ষেত্রর বা ক্ষুরের মাধ্যমে এ ব্যাধি ছড়াতে পারে। ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা, একান্ত প্রয়োজনবোধে কনডম ব্যবহার করা, রক্ত নেয়ার আগে পরীক্ষা করে নেয়া, ডিসপোজিবল সিরিঞ্জ ব্যবহার করা প্রভৃতির মাধ্যমে এ মহামারীকে প্রতিরোধ করা যায়। বাংলাদেশের এইডস পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি বলেন, আর্থসামাজিক ও ধর্মীয়ভাবে রক্ষণশীল হওয়ার কারণে বাংলাদেশের এইচআইভি / এইডস পরিস্থিতি এখনও মারাত্মক আকার ধারণ করেনি, তবে সেজন্য আত্মতুষ্টিতে ভোগে বসে থাকলে চলবেনা, পার্শ্ববর্তী দেশসমূহেও এইডস পরিস্থিতি ভয়াবহ অবস্থা ধারণ করেছে, তাদের প্রতিবেশী হিসেবে আমাদের প্রতিরোধ কার্যক্রমকে আরো সম্প্রসারণ করতে হবে। সভাপতির বক্তব্যে মফিজুর রহমান বলেন, আজকের এ ওরিয়েন্টেশন সভা আপনাদের দৈনন্দিন কার্যক্রমে সামান্যতম ভূমিকা রাখতে পারলেই আমাদের এ আয়োজনকে সার্থক বলে মনে করব। তিনি আরো বলেন, পারিবারিক তথা সামাজিকভাবে সচেতন হলেই বৃহত্তর পরিসরে সচেতনতা আসবে। এ ব্যাপারে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য তিনি সবাইকে ঘাসফুলের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। পুরো অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন স্বাস্থ্য বিভাগের ব্যবস্থাপক বেদৌরা বেগম।

গ্রামফুল বার্তা

বর্ষ ৪, সংখ্যা ২, এপ্রিল-জুন'০৫

কোরআনের বাণী

বল (হে মুহাম্মদ!) তিনিই এক আল্লাহ। আল্লাহ সর্ববিষয়ে স্বতন্ত্র। এবং কারো হতে জন্মগ্রহণও করেননি। এবং তাঁর সমকক্ষ কেহই নেই।

(সূরা - ইখলাস, আয়াত ১-৪)

পরিবেশ দিবস: আমাদের করণীয়

প্রতি বৎসর ৫ জুন সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে পালিত হয় বিশ্ব পরিবেশ দিবস। ১৯৭২সালে স্টকহোমে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের মানব পরিবেশ সম্মেলনে ৫ জুনকে বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। সেই থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উপাদানকে প্রতিপাদ্য করে পালিত হচ্ছে পরিবেশ দিবস। এবারের দিবসের প্রতিপাদ্য 'সবুজ নগরী, সুন্দর পৃথিবী' বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে একটি গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য্য বহন করে। আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে, পরিবেশ বলতে সাধারণতঃ আমরা তাই বুঝি। মানুষজন, গাছপালা, জীব-জন্তু, ঘরবাড়ী,- রাস্তাঘাট, আলো-বাতাস, মাটি, নদ-নদী, সাগর-পাহাড়, পর্বত প্রভৃতির সমন্বয়ে পরিবেশ গঠিত হয়। কিন্তু সেই পরিবেশ দূষিত হচ্ছে মারাত্মকভাবে। আমাদের মতে, জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর উপাদানগুলোই পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী। বাংলাদেশের বর্তমান যে পরিস্থিতি তা যদি এভাবে চলতে থাকে তাহলে একসময় বাংলাদেশ ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে বলে বিশেষজ্ঞরা হুশিয়ার করে দিয়েছেন। দেশের জনসংখ্যার বাধাহীন প্রবৃদ্ধি, ব্যাপক দারিদ্রতা, শিক্ষা আর সচেতনতার অভাবেই আমাদের দেশের পরিবেশ দূষণকে মারাত্মক পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও শিল্প কারখানার বিষাক্ত কালো ধোয়া, রাসায়নিক বর্জ্য, সিএফসি গ্যাস, অপরিকল্পিত নগরায়ন, বন-জঙ্গল উপড়ে ফেলা, গ্রীন হাউস এফেক্ট প্রভৃতির কারণে আমাদের এ নির্মল ও সুন্দর পরিবেশ মারাত্মক দূষণের শিকার হচ্ছে। আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এ জন্য যে, মনুষ্য সৃষ্ট বর্জের পাশাপাশি কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে খুব দ্রুত দূষণের শিকার হচ্ছে পানি। যার আরেকটি নাম হচ্ছে জীবন। পানির উৎসস্থল খাল, হাওর, বাওর, বিল, ঝিল নদী ও সাগর প্রভৃতি আজ দূষিত। আর পানি দূষণের ফলে বিপন্ন হচ্ছে নানা প্রজাতির জলজ ও উদ্ভিদ প্রাণির অস্তিত্ব। বিলুপ্ত হচ্ছে পরিবেশের জন্য উপকারী বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ও জলজ এবং প্রাণিজ উদ্ভিদ। এছাড়াও পাহাড়-পর্বত প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা ও বনায়ন সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে।

নি ব ন্ধ

ক্ষুদ্রঋণ বর্ষ ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য-প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

আবু কবিম ছামিউদ্দিন

বাংলাদেশ উন্নয়নের পথে সংগ্রামরত তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশ। এদেশের অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র এবং শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। যাদের প্রাত্যহিক জীবনধারা ও মাথাপিছু আয় খুবই নিম্নস্তরের। তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের মধ্যে দারিদ্র, অশিক্ষা, নারী-পুরুষ বৈষম্য, স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন, বিশুদ্ধ পানীয় জল ব্যবহার, এইচআইভি/এইডস প্রভৃতি সম্পর্কে সচেতনতার অভাব এখানে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। যা থেকে বাংলাদেশও ব্যতিক্রম নয়।

তাই এ বিশ্বকে দারিদ্র, অশিক্ষা, নারী-পুরুষ বৈষম্য রোধ এবং মাতৃকব্যাধি এইচআইভি/এইডস এর করাল গ্রাস থেকে মুক্ত করার জন্য ২০০০ সালে জাতিসংঘের ১৮৯টি সদস্য দেশের প্রতিনিধিগণ মিলিত হন সহস্রাব্দ সম্মেলনে। যেখানে তারা উপরোক্ত সমস্যাসমূহ থেকে উত্তরণের জন্য আটটি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছেন ঐ আটটি লক্ষ্যমাত্রাই সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল) নামে পরিচিত।

এ আটটি লক্ষ্যমাত্রা হল ঃ

*২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র সীমাকে অর্ধেকে নামিয়ে আনা।
* ২০১৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা।
* সমাজের প্রতিটি স্তরে নারী-পুরুষ বৈষম্য কমিয়ে আনা।
* ২০১৫ সালের মধ্যে শিশু মৃত্যুর হার দুই-তৃতীয়াংশে কমিয়ে আনা।
* ২০১৫ সালের মধ্যে মাতৃত্বজনিত মৃত্যুর হার তিন-চতুর্থাংশে কমিয়ে আনা।
*টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং নিরাপদ খাবার পানি ও মৌলিক স্যানিটেশন ৫০%নিশ্চিত করা।
* ২০১৫ সালের মধ্যে এইচআইভি/এইডস, ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য মহামারী গুলোর প্রতিকার নিশ্চিত করা।
* উন্নয়নের জন্য গ্লোবাল পার্টনারশীপ গড়ে তোলা।

উপরের লক্ষ্যমাত্রাগুলোকে যদি আলাদা আলাদা ভাবে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বিচার বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে বাংলাদেশ MDG অর্জনের পথে কতটুকু পিছিয়ে বা MDG অর্জনে বাধাগুলো কি তা আমরা জানতে পারব।

যদি বাংলাদেশের দারিদ্র সীমাকে ২০১৫ সালের মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনতে চাই সেক্ষেত্রে দারিদ্রতা নিরসনকল্পে আমাদের গৃহিত ও গৃহিতব্য পদক্ষেপগুলো কি? বাংলাদেশে অর্ধেকের বেশী জনসংখ্যা দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে। তাদের মধ্যে আবার একটি নির্দিষ্ট শ্রেণী আছে যারা চরম দারিদ্র সীমায় অবস্থান করছে। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় হিসেবে সারা বিশ্ব 'ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী' কে হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছে। আর তাই জাতিসংঘ ২০০৫ সালকে 'আন্তর্জাতিক ক্ষুদ্র ঋণ বর্ষ' হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং আরো বলা হয়েছে 'বাংলাদেশ বিশ্বে ক্ষুদ্র ঋণের অগ্রদূত'। তারই ফলস্বরূপ গত ১৪ জানুয়ারী ঢাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয় 'আন্তর্জাতিক ক্ষুদ্র ঋণ বর্ষ, ২০০৫'।

কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্ন হচ্ছে ক্ষুদ্র ঋণ কি দারিদ্রবিমোচনের একমাত্র উপকরণ? দারিদ্র বিমোচনের উপকরণগুলোর মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ একটি সহযোগী উপকরণ মাত্র, একক উপকরণ নয়। আর একমাত্র নয় বলেই হয়ত জাতিসংঘ ২০১৫ সালের মধ্যে বিশ্বের দারিদ্রসীমা হ্রাসকে ৮০% বা ১০০% এর চিন্তা বাদ দিয়ে ৫০% এ নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে। বাংলাদেশকে যদি ঐ সময়ের মধ্যে লক্ষ্যে পৌঁছতে হয় তাহলে প্রতি বৎসর ৩.৩% হারে দারিদ্র বিমোচন করতে হবে। কিন্তু ৯০ এর দশকের শুরু থেকে অদ্যাবধি প্রতি বৎসরে দারিদ্র হ্রাস করা গেছে ১.৫%। দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্রের আওতায় দারিদ্র হ্রাস করার কথা বাজেটে উল্লেখ থাকলেও দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের তুলনায় রাজস্ব আয় অতি নগন্য, যা ১০% -এ স্থির প্রায়। সুতরাং যে দেশে জাতীয় আয়ের সাথে রাজস্ব আয়ের বিরাট ব্যবধান সেখানে দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির কাজটিও দুঃসাধ্য। কারণ একটি দেশে রাজস্ব আয়ের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়, যা দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক। এরপর দেখা যাক শিক্ষার বিষয়টি। একটি দেশের শিক্ষিতের হারকে আপনি মাপবেন কিসের একক? অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন? স্বাক্ষরতা সম্পন্ন? না প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন? বর্তমানে সরকার ও বিভিন্ন এনজিও সংগঠন সমূহের কিছু কর্মসূচী গ্রহণের ফলে ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা অসম্ভব কিছু নয়। তবে এক্ষেত্রে শিশুর অভিভাবক বা পরিবার মূখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। অন্যথায় প্রতি বছর ১২ই জুন আমরা যতই শিশু শ্রম প্রতিরোধ দিবস পালন করি না কেন, দারিদ্রের চপেটাঘাত আমাদেরকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে নিয়ে যাবে অন্ন সংস্থানের আখড়ায়। দারিদ্র ও শিক্ষাকে যদি জয় করা যায়, তবে সমাজে নারীপুরুষ বৈষম্য দূরীভূত হবে। তবে এক্ষেত্রে যে বিষয়টি দেখতে হবে তা হল নারীর ক্ষমতায়ন। যদিও অদ্যাবধি নারীর ক্ষমতায়নকে কোন একক অর্থে সংজ্ঞায়িত করা যায়নি তথাপি আমরা দেখতে পাচ্ছি সমাজের প্রতিটি স্তরে নারীর যে সক্রিয় অংশগ্রহণ তা নারীকে তার অবস্থান সম্পর্কে সচেতনভাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করছে। তার আপন বলয়ে নিজের অবস্থান তৈরি করে নিচ্ছে। যা অদূর ভবিষ্যতে নারীপুরুষ বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণে কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার, আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যতই মসৃণতা বয়ে নিয়ে আসুক না কেন আমরা কিন্তু প্রাকৃতিক দূর্যোগ যেগুলোতে প্রচুর পরিমাণে জীবনহানী এবং সম্পদহানি ঘটে সেগুলোতে "ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বের" যৌক্তিকতা খুঁজি। আর তাই ২০১৫ সালের মধ্যে মা ও শিশু মৃত্যুর হার যথাক্রমে তিন-চতুর্থাংশ ও দুই-তৃতীয়াংশে নামিয়ে আনার কথা বলা হয়েছে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায়। এ লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে হলে আরো পদক্ষেপ নিতে হবে। তবে আশার কথা হল যে, বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণের পাশাপাশি প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার বদৌলতে স্বাস্থ্যসেবার বার্তাগুলো মানুষের কর্ণকুহরে পৌঁছে দিচ্ছে। যার ফলে এখন আতুঁর ঘরে বাঁশের পাতের বিষাক্ত ছোবলে মা ও শিশু প্রাণ হারায় না। জীবনধারণের জন্য যে বিষয়গুলো সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে সুন্দর ও নির্মল পরিবেশ। এক্ষেত্রে টেকসই পরিবেশের যে কথা বলা হয়েছে বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে তা সুদূর পরাহত। 'সবুজ নগরী, সুন্দর পৃথিবী' যদি হয় বিশ্ব পরিবেশ দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)

‘পুরুষরা পারলে মহিলারা পারবেনা কেন’

মোহাম্মদ আলমগীর

শামীম আরা বেগম। পঁয়ত্রিশ বছর বয়স্কা এ নারী আজ স্বীয় যোগ্যতাবলে সমাজে প্রতিষ্ঠিত। তার স্বামীর নাম আবুল হাসেম। চট্টগ্রাম মহানগরীর মোগলটুলীতে তাদের বসবাস। তিন সন্তানের জননী শামীম চট্টগ্রাম মহিলা কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করেছেন। তাঁর বড় ও মেঝ ছেলে যথাক্রমে ৮ম ও ৪র্থ শ্রেণীতে অধ্যায়নরত। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী স্বামীর ব্যবসাতে পুঁজি বিনিয়োগের জন্য তিনি ঘাসফুল সমিতির সাথে অর্ন্তভুক্ত হন ১৯৯৯ সালে। শুরুতে তিনি ৫,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন এবং সে টাকা তিনি স্বামীর ব্যবসাতে বিনিয়োগ করেন। পুঁজির অভাব হেতু প্রথমে ব্যবসায় তেমন লাভ হত না। কিন্তু পরবর্তীতে যখন ঘাসফুল থেকে আরো টাকা বাড়িয়ে দেয়া হল, তখন ব্যবসা জমে উঠল। আস্তে আস্তে তাঁর স্বামীর ব্যবসা সম্প্রসারিত হলে লাগল। বিগত তিন মাস আগে শামীম ঘাসফুল থেকে ৫০,০০০ টাকা ঋণ নিয়েছেন। সে টাকা দিয়ে তিনি তাঁর পুরোনো ঘর মেরামত করেছেন, যে ঘর ভাড়াবাবদ প্রতি মাসে ৬,০০০ টাকা করে পান। এছাড়াও তাঁর স্বামীর ব্যবসা থেকে প্রতিমাসে ১০,০০০ টাকা আয় হয়। ফলে বিগত ৬/৭ বৎসর আগেও যে শামীম কোনমতে দু'মুঠো অন্ন খেতে পারত, ঘাসফুলের সহায়তায় এবং স্বামী-স্ত্রীর কঠোর পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার ফলে আজ তাঁর লাখপতি। তবে সবচেয়ে চমকপ্রদ তথ্য হল, বিগত মে ২০০৫ ইংরেজী তারিখে অনুষ্ঠিতব্য চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে সংরক্ষিত ওয়ার্ড থেকে কমিশনার প্রার্থী হওয়া। সে নির্বাচনে তিনি অবশ্য জয়লাভ করতে পারেননি, কিন্তু সাত জন প্রার্থীর মধ্যে তিনি পাঁচ হাজারের অধিক ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থান অর্জন করেন। বর্তমান নারী সমাজের করুণ অবস্থা, নারী নিগ্রহ ও নির্যাতন, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা, এলাকাবাসী ও স্বামীসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের অকুণ্ঠ সমর্থন এবং সর্বোপরি মানবসেবার সুমহান ব্রত তাঁকে উক্ত পদে প্রার্থী হতে প্রেরণা যুগিয়াছে। এলাকাবাসীর কাছে জনপ্রিয় এ নারী অত্র এলাকার নারী সমাজের উন্নয়নে আজীবন কাজ করে যেতে চান। তিনি বলেন, আমাদের পরিবারে যেকোন ধরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমার স্বামী ও অন্যরা বাড়ীর মহিলাদের মতামতকে সমান গুরুত্ব দেয়। তাঁর এলাকার অন্যান্য মহিলাদের ক্ষেত্রে সেটি তেমন কার্যকর নয় বলে তিনি জানান। শামীম আরা বেগম আরো বলেন, নারী নিগ্রহ ও নারী নির্যাতন রোধ এবং পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার পরিবর্তন হলেই আমাদের দেশের নারীসমাজ আরো এগিয়ে যেতে পারবে। ঘরের এক সাধারণ গৃহবধূ থেকে আজ অত্র এলাকার একজন সম্মানিত ব্যক্তিত্বে পরিণত হওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমার স্বামীর অকুণ্ঠ সমর্থন এবং ঘাসফুলের নিরবিচ্ছিন্ন সহায়তা না পেলে আমি আজকের এ অবস্থানে আসতে পারতাম না। তিনি জোর দিয়ে বলেন, যেকোন ধরণের কাজ পুরুষরা পারলে নারীরা পারবেনা কেন, বাংলাদেশের নারী সমাজ পূর্বের চেয়ে অনেকদূর এগিয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরো এগিয়ে যাবে।

বীমা দাবী পরিশোধ

মানবসেবার মহান ব্রত নিয়ে ঘাসফুল সমাজের পিছিয়ে পড়া দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য তার কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সুশাসন ও অধিকার প্রতিষ্ঠা

নমিনীর হাতে বীমার টাকা তুলে দিচ্ছেন লাইভলীহুড বিভাগের ব্যবস্থাপক আবেদা বেগম

কার্যক্রমের পাশাপাশি উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এরই অংশ হিসেবে ঘাসফুল ২০০৪ সাল থেকে ক্ষুদ্র ঋণের বিপরীতে বীমা পলিসি চালু করে। কোন উপকারভোগী ঋণ থাকা অবস্থায় মারা গেলে উক্ত সদস্যের ঋণের স্থিতি সম্পূর্ণ মাফ হয়ে যাবে, সেই সাথে জমাকৃত সঞ্চয় তাঁর মনোনীত নমিনীকে ফেরত দেয়া হয়। তারই ধারাবাহিকতায় গত ৯ মার্চ ও ৭ এপ্রিল সমিতির সাবেক সদস্যদ্বয় যথাক্রমে মৃত সাবিনা বেগমের স্বামী আবদুল হান্নানকে তাঁর ঋণের স্থিতি ৩,০০০ টাকা ও মৃত আফরোজ ইয়ার স্বামী রিন্টুর কাছে ৫,৯৮০ টাকা বীমা দাবী হিসেবে পরিশোধ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লাইভলীহুড বিভাগের কোঅর্ডিনেটর সাখাওয়াত হোসেন মজুমদার, ব্যবস্থাপক আবেদা বেগম, সহকারী ব্যবস্থাপক স্মৃতি চৌধুরী, সহকারী কর্মকর্তা টুটুল কুমার দাশ, তাজুল ইসলাম খাঁন প্রমুখ।

সিএনজি ট্যাক্সি মালিক ও চালকদের সাথে ঘাসফুলের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

ঘাসফুল চট্টগ্রাম শহর এলাকার সিএনজি ট্যাক্সি মালিক ও চালকদের সাথে গত ২৮ এপ্রিল এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। উক্ত সভায় ট্যাক্সি মালিক ও চালকদের মধ্য থেকে মোট ৩৫জন উপস্থিত ছিলেন। ঘাসফুল উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচী(জিইডিপি)'র আয়োজনে এ মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন লাইভলীহুড বিভাগের কো-অর্ডিনেটর সাখাওয়াত হোসেন মজুমদার। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন অত্র প্রকল্পের সহকারী কর্মকর্তা আবু করিম ছামিউদ্দীন। তিনি বলেন, অত্র সংস্থা সিএনজি ট্যাক্সি মালিক ও চালকদেরকে আরো আত্মনির্ভরশীল ও স্বাবলম্বী করার নিমিত্তে এবং অধিক মূলধন/পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে ব্যবসাকে সম্প্রসারণ করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করার জন্যই আজকের এ সভার আয়োজন। পরবর্তীতে অংশগ্রহণকারীগণ অত্র কার্যক্রমে কিভাবে পুঁজি বিনিয়োজিত হচ্ছে, সে ব্যাপারে আলোকপাত করেন। তারা বলেন, বিভিন্নভাবে অত্র প্রকল্পে পুঁজি বিনিয়োগ হচ্ছে, তন্মধ্যে স্বীয় উদ্যোগে, ব্যাংক বা ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান বা মহাজন এবং ব্যক্তি মালিকানায়। তবে ব্যাংক থেকে টাকা নিলে জামানতস্বরূপ সম্পত্তি বন্ধক রাখতে হয়। কিন্তু অনেকেই জামানত রাখতে পারেনা বলে এ ধরণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তারা আরো বলেন, যারা ভাড়ায় ট্যাক্সি চালায়, তাদের জ্বালানি ও গাড়ির মালিককে প্রদত্ত ভাড়া বাবদ আয়ের সিংহভাগই ব্যয় হয়ে যায়। ফলে দ্রব্যমূল্যের এ উর্ধ্বগতির দিনে পরিবার-পরিজন নিয়ে দিনাতিপাত করা দুঃসাধ্যের ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে। তারা অভিমত প্রকাশ করেন যে, সহজশর্তে এবং কিস্তির ভিত্তিতে ঘাসফুল যদি অর্থের সংস্থান করতে পারে, তাহলে তাদের জন্য খুবই মঙ্গলজনক হবে। প্রধান অতিথির বক্তব্যে আফতাবুর রহমান জাফরী বলেন, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলাই অত্র প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। তিনি আরো বলেন, আপনাদের বক্তব্য শুনে মনে হল আপনারা ব্যাংক বা অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কঠোর নিয়মের বেড়াজাল থেকে মুক্তি পেতে চান, তাই আপনাদেরকে ঘাসফুলের পক্ষ থেকে কিভাবে সহায়তা করা যায়, সেটা আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা সাপেক্ষে পরবর্তীতে জানাব। সভাপতির বক্তব্যে সাখাওয়াত হোসেন মজুমদার বলেন, অত্র প্রকল্পের কার্যক্রম সম্প্রসারণে আমাদের সুনির্দ্দিষ্ট কিছু লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে, সেগুলো বিচার-বিশ্লেষণ সাপেক্ষে আপনাদেরকে জানানো হবে।

ঘাসফুল ওয়াচগ্রুপের কর্মতৎপরতা

ঘাসফুল ওয়াচ গ্রুপ সমাজে অবহেলিত ও নির্যাতিত নারী, শিশুদের মানবাধিকার রক্ষার জন্য সহযোগিতা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে। এ বিষয়ে ঘাসফুলে প্রতিমাসে ওয়াচগ্রুপ সদস্যদের নিয়ে মানবাধিকার সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নিয়মিতভাবে তাদের সাথে কর্ম এলাকার মানবাধিকার পরিস্থিতি ও বিভিন্ন অধিকার ইস্যুতে মতবিনিময় এবং উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তাদের করণীয় দিক সর্ম্পকে আলোচনা হয়। গত ২৭ এপ্রিল ও ২৪ মে নগরীর ১৩টি ওয়ার্ডে ওয়াচগ্রুপের সদস্যদের নিয়ে মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় বিগত দিনের সমস্যা, বর্তমান মানবাধিকার পরিস্থিতি ও নারীর চলাচল, বাল্যবিবাহ, যৌতুক সর্ম্পকে বিস্তারিত আলোচনা হয়। উক্ত ইস্যুগুলোতে নারীরা কিভাবে শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে তা আলোকপাত করা হয় এবং এ বিষয়ে রাষ্ট্রীয় আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, সদস্যরা প্রথমে ব্যক্তিগতভাবে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চালাবে এবং প্রয়োজনে সামাজিকভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। এছাড়াও সভায় আলোচনা হয় যে, ওয়াচগ্রুপ সদস্যরা কমিউনিটিতে জন্মনিবন্ধনের প্রয়োজনীয়তা সর্ম্পকে অবহিত করবেন এবং এ ব্যাপারে তাদের প্রতিবেশীদের উৎসাহিত করে শিশুদের জন্মনিবন্ধন করাবেন।

শিশু-কিশোর কিশোরীদের (এডোলেসেন্টস) নিয়ে ডিবেটিং গ্রুপ গঠন ও ওরিয়েন্টেশন সম্পন্ন

ঘাসফুল সমাজের পিছিয়ে পড়া শিশু-কিশোর কিশোরীদের(এডোলেসেন্টস) জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে যে কার্যক্রম পরিচালনা করছে তারই ধারাবাহিকতায় গত ৫ এবং ১৯ মে সুবিধাবঞ্চিত শিশু-কিশোর কিশোরীদের (এডোলেসেন্টস) নিয়ে ডিবেটিং গ্রুপ গঠনের লক্ষ্যে দুটি আলোচনা সভা সংস্থার হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুল পরিচালিত ১১টি এনএফপিই স্কুলের শিক্ষার্থীদের মধ্য হতে মোট ৩০ জনকে নির্বাচন করা হয়। এ ৩০ জনকে ১০টি গ্রুপে বিভক্ত করে গত ৯জুন এক ওরিয়েন্টেশন সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত ওরিয়েন্টেশনে শিক্ষার্থীদের বির্তক ও এর প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা প্রদান এবং ইস্যু নির্বাচন করে রোলপ্লে'র মাধ্যমে ডিবেটিং গ্রুপ কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করা হয়। গভর্নেন্স ও এডভোকেসী বিভাগ পরিচালিত এ ডিবেটিং কার্যক্রম সুবিধাবঞ্চিত শিশু-কিশোর কিশোরীদের (এডোলোসেন্টস) বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ ডিবেটর হিসেবে গড়ে তোলার পাশাপাশি ঐক্য, সম্প্রতি, নেতৃত্বদক্ষতা বৃদ্ধি, ভয়েস রাইজিংসহ ইতিবাচক মনোভাব তৈরী, প্রতিভা বিকাশ এবং অধিকার সচেতন হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্যে করবে।

'বেশী করে গাছ লাগান, বিপর্যয়ের হাত থেকে পৃথিবীকে বাঁচান' (১ম পৃষ্ঠার পর)

পর্যায়েও প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করে গাছ লাগালে আমাদের আজকের আয়োজনকে সার্থক বলে মনে করব। ৩নং মির্জাপুর ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান এম.এ মালেক নূরী বলেন, বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী পালন করার জন্য মির্জাপুর ইউনিয়নকে বেছে নেওয়ায় আমি ঘাসফুলকে আমার ইউনিয়নের জনগণের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তিনি আরো বলেন, আমরা যদি প্রত্যেকে স্ব-স্ব আঙ্গিনা, খোলা জায়গায়, সড়ক/মহাসড়কের পার্শ্বে গাছ রোপণ করি তাহলেই সবুজ নগরী ও সুন্দর পৃথিবী সৃষ্টি হবে। প্রধান অতিথির বক্তব্যে হাটহাজারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান বলেন, নিম গাছ খুবই উপকারী। নিম গাছের পাশাপাশি অন্যান্য বনজ ও ফলজ গাছ রোপণ করলে নিজেরা যেমন অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হতে পারব, আবার পরিবেশেরও উপকার হবে। তিনি আরো বলেন, অপরিকল্পিত নগরায়ন, গাড়ীর কালো ধোঁয়া, শিল্প কারখানা হতে নির্গত বর্জ্য প্রভৃতির কারণে ঢাকা, চট্টগ্রামসহ দেশের অন্যান্য নগরীর পরিবেশ দূষণ মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। বৃক্ষরোপণকে যদি সামাজিক আন্দোলনে রূপ দিতে পারি, তাহলেই পরিবেশ দূষণের হার কমবে। তিনি ঘাসফুলের এ সমস্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বক্তারা বলেন, পাহাড়ও পরিবেশের এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যা প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা ও বনায়ন সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। কিন্তু নগরায়ন বৃদ্ধির ফলে ব্যাপক হারে পাহাড় এবং বনজ সম্পদ নিধন করা হচ্ছে। বক্তারা পরিবেশ সংরক্ষণের ব্যাপারে দল, মত নির্বিশেষে সকলকে একযোগে কাজ করার জন্য আহ্বান জানান। সভাপতির বক্তব্যে ঘাসফুলের নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী বলেন, পরিবেশ দিবস ও ঘাসফুল বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী উদ্বোধনের মাধ্যমে অত্র এলাকায় নিমের চারা রোপণের দ্বারা এ কর্মসূচীর শুভ সূচনা হয়েছে। এলাকাটি খুবই চমৎকার এবং সবুজ বনায়ন সৃষ্টির উপযুক্ত। আপনাদের সহযোগিতার মাধ্যমে সামাজিক বনায়ন সৃষ্টি করতে পারব বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। সবুজ নগরী, সুন্দর পৃথিবী সত্যিকার অর্থে সৃষ্টি করতে হলে তিনি রোপণকৃত বৃক্ষের যত্ন, পরিচর্যা ও যথাযথ রক্ষনাবেক্ষণের উপর গুরুত্বারোপ করেন। পুরো অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন লাইভলীহুড বিভাগের সহকারী কর্মকর্তা আবু করিম ছামি উদ্দিন।

NFPE স্কুলের অভিভাবক সভা সম্পন্ন

ঘাসফুল পরিচালিত NFPE(নন ফরমাল প্রাইমারী এডুকেশন) স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক ও স্কুল কর্তৃপক্ষের সমন্বয়ে এক অভিভাবক সভা বিগত ৫-১৫ মে পর্যন্ত স্কুলের (চিলড্রেন স্পেসসহ মোট ২২টি) ১১টি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। এতে শিক্ষার্থীদের অভিভাবকসহ স্কুলের শিক্ষিকাবৃন্দ ও ঘাসফুল শিক্ষাবিভাগের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় স্কুলের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যতে সুষ্ঠুভাবে স্কুল পরিচালনার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। স্কুল পরিচালনার জন্য অভিভাবক ও স্কুল শিক্ষিকাদের সমন্বয়ে নতুন পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়।

'বার্ষিক পুরষ্কার বিতরণী' (৮ম পৃষ্ঠার পর)

অভিভাবকবৃন্দকে নিজ সন্তানের লেখাপড়ার প্রতি আরো যত্নবান হওয়ার জন্য আহ্বান জানান। বিগত বার্ষিক পরীক্ষায় প্রত্যেক শ্রেণীতে ১ম, ২য়, ও ৩য় স্থান অর্জনকারীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও অভিভাবক প্রতিনিধিগণ। এতে আরো উপস্থিত ছিলেন সংস্থার অর্থ ও প্রশাসন বিভাগের প্রধান মফিজুর রহমান, লাইভলীহুড বিভাগের কো-অর্ডিনেটর সাখাওয়াত হোসেন মজুমদার, স্বাস্থ্য বিভাগের ব্যবস্থাপক বেদৌরা বেগম, এমআইএস বিভাগের ব্যবস্থাপক আবু জাফর সরদার, লাইভলীহুড বিভাগের সহ-ব্যবস্থাপক স্মৃতি চৌধুরী ও মনিটরিং, রির্পোটিং এবং পাবলিকেশন অফিসার মোহাম্মদ আলমগীর। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা ফারজানা ইয়াসমিন।

রিফ্লেক্ট প্রকল্পের বেসিক সার্কেল উদ্বোধন

গত ২৩ এপ্রিল ২০০৫ইংরেজী তারিখে ১০টি কর্ম এলাকায় ১০টি বেসিক সার্কেল উদ্বোধন করা হয়। এ সার্কেলগুলো উদ্বোধন করেন শিক্ষা বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক আনজুমান বানু লিমা ও সহকারী কর্মকর্তা জেবুন্নেসা।

শিশু নাট্য প্রতিযোগিতা'০৫ -এ ঘাসফুলের অংশগ্রহণ

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, চট্টগ্রাম বিগত ১৭-১৯

শিশু নাট্য প্রতিযোগিতা'০৫-এর অংশগ্রহণরত ঘাসফুলের কুড়স শিল্পীগণ।

জুন পর্যন্ত তিন দিনব্যাপী শিশু নাট্য প্রতিযোগিতা'০৫ এর আয়োজন করে। এ প্রতিযোগিতায় ঘাসফুল নাট্যদলের শিশু-কিশোরদের পরিবেশনায়"অযান্ত্রিক" নাটকটি প্রদর্শিত হয়। নাটকের মূল বিষয়বস্তু ছিল শিশুশ্রম। উক্ত নাটক শিশুদের সৃজনশীল কর্মকান্ডে উৎসাহিত করার পাশাপাশি তাদের প্রতিভা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

কিশোর কিশোরীদের (এডোলেসেন্টস) কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ঘাসফুল শিক্ষা বিভাগের উদ্যোগে কিশোর কিশোরীদের(এডোলেসেন্টস) নিয়ে কর্মশালা বিগত ১৯ এপ্রিল'০৫ তারিখে সংস্থার হল রুমে অনুষ্ঠিত হয়। এ কর্মশালার মাধ্যমে কিশোর কিশোরীদের(এডোলেসেন্টস) বর্তমান বয়সে করণীয় দিকসমূহ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, বয়ঃসন্ধিকালীন বিভিন্ন জটিলতা, শিশু অধিকার, নির্যাতন, পাচার, শিক্ষার গুরুত্ব, শিশুশ্রম ও ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম,এইডস সম্পর্কে ধারণা প্রদানসহ তাদের বিবিধ সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। উক্ত কর্মশালায় গ্রুপওয়ার্কের মাধ্যমে কম ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলো চিহ্নিত করা এবং সে সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে ব্লক-বাটিক, সেলাই, কাটিং, কার্ড তৈরী প্রভৃতি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে, যাতে তারা আত্মনির্ভরশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। এতে সর্বমোট ৫০ জন কিশোর কিশোরী (এডোলেসেন্টস) অংশগ্রহণ করেন।

'বার্ষিক সাধারণ সভা' (৮ম পৃষ্ঠার পর)

সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে বর্তমান কমিটিকে পূর্ণনির্বাচিত করা হয়। নির্বাচিত সদস্যরা হলেন : সভাপতি- শামসুন্নাহার রহমান পরাণ, সহ-সভাপতি-প্রফেসর ডঃ মোশাররফ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক- আফতাবুর রহমান জাফরী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক -মোহাম্মদ শহিদউল্যাহ, কোষাধ্যক্ষ-শামীম আকতার রুবী, সদস্য- ডাঃ মঈনুল ইসলাম মাহমুদ ও মনজুরুল আমিন চৌধুরী। নব নির্বাচিত কমিটির প্রত্যেক সদস্য তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সুচারুরূপ পালনের জন্য সকল সদস্যের সহযোগিতা কামনা করেন।

ঘাসফুলে ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন'০৫ অনুষ্ঠিত

জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রাণালয়ের অধীনে এবং

একজন শিশুকে টিকা খাওয়াচ্ছেন ২৯নং ওয়ার্ডে কমিশনার জনাব সাহিদুল ইসলাম টুলু

ইউনিসেফ ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এর সহযোগিতায় এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতায় ভিটামিন 'এ'প্লাস ক্যাম্পেইন'০৫ অনুষ্ঠিত হয়। এ লক্ষ্যে বিগত ১৬ জুন সারাদেশে ১২ মাস হতে ৫৯ মাস বয়সের সকল শিশুকে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল ও ক্রিমিনাশক ট্যাবলেট খাওয়ানো হয়। ঘাসফুল প্রতিবারের ন্যায় এবারও কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ২৯নং ওয়ার্ড কমিশনার সাহিদুল ইসলাম টুলু এবং মহিলা কমিশনার মিসেস সাবিহা মুসা কেন্দ্রে আগত শিশুদের ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল ও ক্রিমিনাশক ট্যাবলেট খাওয়ানোর মাধ্যমে দিবসটির উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী, অর্থ ও প্রশাসন বিভাগ প্রধান মফিজুর রহমান। মোট আটটি কেন্দ্রে ৩০৪৪ জন শিশুকে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল এবং ১৮৫৮ জন শিশুকে ক্রিমিনাশক ট্যাবলেট খাওয়ানো হয়।

নবজাতকের ধনুষ্টংকার দূরীকরণের ক্যাম্পেইন-এ ঘাসফুল

নবজাত শিশুর ধনুষ্টংকার (নিউনেটাল টিটেনাস) বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য খাতে অন্যতম সমস্যা। তাই নবজাত শিশুর ধনুষ্টংকার দূরীকরণের লক্ষ্য অর্জনের জন্য বাংলাদেশ সরকার ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বসবাসরত সন্তানধারণক্ষম ১৫-৪৯ বছর বয়সের সকল মহিলাকে টিটি টিকা দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে ১৪-২৬ মে ২০০৫ এবং ১৮-৩০ জুন ২০০৫ পর্যন্ত দেশের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় সম্পুরক টিকাদান কর্মসূচী পরিচালনা করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ২৫,২৬,৩০ ও ৩৮ নং ওয়ার্ডকে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ঘাসফুল ৩০নং ওয়ার্ডের দুটো সেন্টারে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ইউনিসেফ, ডব্লিউএইচও, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ইপিআই কর্মসূচীর আওতায় ১৪মে হতে এ কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে। ১ম রাউন্ডে ১০১৮ জন ও ২য় রাউন্ডে ৬৯১ জনকে টিটি টিকা দেয়া হয়েছে।

ঘাসফুল পরিদর্শনে পিকেএসএফ (১ম পৃষ্ঠার পর)

কার্যক্রমের উপকারভোগী সদস্যদের জীবন জীবিকার খোঁজখবর নেন এবং সংস্থার সহায়তায় তাদের নিজস্ব উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন। গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসা গ্রামীণ মহিলাদের সাথে তিনি মত বিনিময় করেন এবং ভবিষ্যতে যাতে তাদের জীবনমানের আরো উন্নতি হয় সেজন্য ঘাসফুলের সহায়তা নেয়ার পরামর্শ দেন। পরিদর্শনকালীন সময়ে অন্যান্যদের মধ্যে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা উদ্দীপন এর নির্বাহী পরিচালক এমরানুল হক চৌধুরী, পিকেএসএফ কর্মকর্তা হেমায়েত ও ঘাসফুলের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও তিনি ঘাসফুলের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইনি সহায়তা কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হন এবং সন্তোষ প্রকাশ করেন ও সংস্থার সমৃদ্ধি এবং সাফল্য কামনা করেন।

আইন ও সালিশ বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন

২০০৫ সালের GKNHRIB প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনায় প্রকল্প এলাকার ১০টি গ্রামে গঠিত, (১) নাগরিক অধিকার কমিটি ও (২) নারী সহায়তা গ্রুপের সদস্যদের আইন ও সালিশ সম্পর্কে ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) চট্টগ্রাম ইউনিটের স্টাফ ল'ইয়ার এডভোকেট ওসমান হায়দার এবং সহকারী সমন্বয়কারী নাসরিন আকতার কাবেরী এ কর্মশালা পরিচালনা করেন। প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি ছিল অংশগ্রহণমূলক। এডভোকেট ওসমান হায়দার প্রথমে গাইড লাইনের ভিত্তিতে সকলকে বিভিন্ন ইস্যু যেমন-গতানুগতিক সালিশ আর এই প্রকল্পের সালিশের পার্থক্য, কি কি বিষয়ে সালিশ করা যাবে না, কেসরেফার, বিবাহ, তালাক, দ্বিতীয় বিবাহ, দেনমোহর, ভরণপোষন, অভিভাবকত্ব, মুসলিম উত্তরাধিকার আইন, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০, জমিজমা ও নতুনভাবে প্রবর্তিত বিবাহ রেজিষ্ট্রি আইন সম্পর্কে ধারণা দেন। এর পর কমিটির সদস্যরা বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে উপরোল্লিখিত বিষয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন। এবং নিজেরা যে সমস্ত সালিশ বিচার করেছেন তার সাথে এই প্রশিক্ষণে শিখানো বিষয়ের সাথে মিল- অমিল খুঁজে বের করেন। সংশ্লিষ্ট গ্রামের কমিটির সদস্যরা ব্লাস্ট এবং ঘাসফুলকে কৃতজ্ঞতা জানান এই রকম বর্তমান সময় উপযোগী একটা পরিকল্পনা হাতে নেয়ার জন্য। তারা বলেন, "যদিও আমরা অনেকদিন ধরে সালিশ বিচার করছি, কিন্তু আজ এই কর্মশালা শেষে অনেক কিছু জানলাম।" প্রতিটি কর্মশালা শেষে ব্লাস্ট ইউনিটের পক্ষ থেকে পরামর্শ ও সালিশ বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস প্রদান করেন ব্লাষ্ট ইউনিট প্রতিনিধি। উক্ত আইন ও সালিশ বিষয়ক ওরিয়েন্টেশনে অত্র প্রকল্পের কর্ম এলাকা পটিয়া উপজেলার ১০টি গ্রামের মোট ১১৯ জন (নাগরিক অধিকার কমিটি, নারী সহায়তা গ্রুপ, প্রকল্প কর্মী, ব্লাস্ট প্রতিনিধি) সদস্য অংশগ্রহণ করেন। এই ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম প্রকল্পের চলমান কার্যক্রম বিশেষত সালিশ কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করে তোলার পাশাপাশি সালিশের আধুনিকায়নে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করছে।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য এবং বাংলাদেশ (৩য় পৃষ্ঠার পর)

তাহলে হয়তবা পরিবেশের ভারসাম্যের উন্নতি হবে, কিন্তু টেকসই পরিবেশ একটু কঠিন বৈকি। কারণ, টেকসই পরিবেশ বলতে শুধুমাত্র পরিবেশকে সংযুক্ত করলে হবেনা, সেখানে অবশ্যই প্রতিবেশকে (Ecology) বিবেচনায় আনতে হবে। শিল্প কারখানার বিষাক্ত কালো ধোঁয়া, অপরিকল্পিত নগরায়ন, বন-জঙ্গল উপড়ে ফেলা, গ্রীন হাউস এফেক্ট প্রভৃতি পরিস্থিতিতে টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করা সত্যিই প্রশ্নসাপেক্ষ। সুস্থ্য ও সুন্দর পরিবেশ নিশ্চিত করতে না পারলে ঘাতক ব্যাধিগুলো হতেও আমরা রক্ষা পাবনা। তেমনি আরেকটি মরণব্যাধি হচ্ছে এইডস। এ রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজন গণসচেতনতা ও নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধন। আর তা অনেকাংশেই নির্ভর করছে মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর।

MDG-তে যে বিষয়টি ধরা হয়েছে তা হল উন্নয়নের জন্য বিশ্বায়নের সম্পর্কোন্নয়ন নিশ্চিত করা। এখানে একটি বিষয় দেখতে হবে, বিশ্বায়নের সুফলভোগী কারা? আর সবচেয়ে বড় কথা উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কিন্তু এক নয়। উন্নত বিশ্বের বর্তমান অবস্থানে পৌঁছাই উন্নয়নশীল বিশ্বের লক্ষ্য। কিন্তু উন্নত বিশ্ব চায়না উন্নয়নশীল বিশ্ব তাদের অবস্থানে চলে আসুক। তাদের দমিয়ে রাখার নীতির অপর নাম হচ্ছে বিশ্বায়ন। বিশ্বায়নের নামে অবাধ পুজিঁবাজার সৃষ্টি, বাণিজ্য উদারীকরণ নীতি এবং সেবাখাত উন্মুক্তকরণ তারই একটি প্রক্রিয়া মাত্র। প্রাগ-ঐতিহাসিক যুগের সেই সাম্রাজ্যবাদ নেই কিন্তু বিশ্বায়নের ফলে নতুন সাম্রাজ্যবাদ তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশসমূহকে গ্রাস করছে নিয়ত। আমার মনে হয়না এই সর্বশেষ লক্ষ্যমাত্রাটি তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের জন্য খুব বেশী সুফল বয়ে আনবে। উপরোক্ত বিষয়গুলো একটু ভালভাবে বিশ্লেষণ করলে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয় তা হল প্রতিটি লক্ষ্য স্থির করার পেছনে কিছু সুনির্দিষ্ট কারণ নিহিত এবং এগুলো একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দারিদ্র বিমোচন ছাড়া যেমন শিক্ষার প্রসার সম্ভব নয় তেমনি আবার শিক্ষা ব্যতিত স্বাস্থ্য সচেতনতা কিংবা জেন্ডার বৈষম্যদূরীকরণ অথবা টেকসই পরিবেশ সৃষ্টির ধারণা অর্থহীন। আমাদের নিশ্চিত হতে হবে যে, পিআরএসপি'র আওতায় দারিদ্রতা নিবসনের বিষয়ে যে উদ্যোগ সরকার ও বিভিন্ন উন্নয়ন সংগঠনের প্রস্তাবনায় আছে তা যেন আমলাতন্ত্রের যাঁতাকলে পড়ে অংকুরেই বিনষ্ট হয়ে না যায়। আমরা যাতে MDG'র প্রথম লক্ষ্যটা অন্ততঃ নিশ্চিত করতে পারি, সেজন্য প্রত্যেকের স্ব-স্ব অবস্থান থেকে সচেষ্ট হওয়া উচিত।

প্রশিক্ষণ-কর্মশালা

ভিতরে :

* গত ১০ এপ্রিল'২০০৫ হাটহাজারী শাখা অফিসে উক্ত এলাকার ৬টি সমিতির ২৫জন সদস্য নিয়ে দল ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

* গত ১৮মে ও ৯ জুন'২০০৫ লাইভলীহুড বিভাগের হলরুমে ও পতেঙ্গা শাখা কার্যালয়ে সমিতি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এতে মোট ৪৬ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

* গত ২-৬ এপ্রিল ২০০৫ তারিখে সহায়কদের TOF(Training of Facilitators) প্রশিক্ষণ সংস্থার হল রুমে অনুষ্ঠিত হয়।

* গত ১০-১১ মে ২০০৫ তারিখে সহায়কদের মনিটরিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

কর্মশালা :

* গত ২১ এপ্রিল, ১৯মে ও ২৩ জুন'০৫ লাইভলীহুড বিভাগের তিনটি মাসিক কর্মশালা সংস্থার হলরুমে সম্পন্ন হয়।

বাইরে :

* গত ১০ থেকে ১৩ এপ্রিল পিকেএসএফ আয়োজিত 'দলীয় গতিশীলতা ও ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন লাইভলীহুড বিভাগের কমিউনিটি মবিলাইজার ওমর ফারুক ও রূপক মুৎসুদ্দি।

* এ্যাকশন এইড বাংলাদেশ আয়োজিত ছয় দিনব্যাপী 'প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ'-এ অংশগ্রহণ করেন শিক্ষা বিভাগের সহকারী রিফ্লেক্ট প্রশিক্ষক সামসুন নাহার।

* গত ২২ থেকে ২৮ এপ্রিল কেয়ার বাংলাদেশ আয়োজিত 'Financial Planning for Development Organization' শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন লাইভলীহুড বিভাগের কো-অর্ডিনেটর সাখাওয়াত হোসেন মজুমদার।

* Save the Children, Australia আয়োজিত 'Psychosocial Protection and Care' শীর্ষক সাতদিন ব্যাপী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন শিক্ষা বিভাগের জুনিয়র অফিসার তাসলিমা আক্তার এবং গভর্নেন্স ও এডভোকেসী বিভাগের সহকারী কর্মসূচী সংগঠক বুসরা তাবাসসুম রাতুল।

* গত ৮থেকে ১২ মে কেয়ার বাংলাদেশ আয়োজিত 'Desiging Sustainable Projects and Writing Quality Proposal' শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন লাইভলীহুড বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক মারুফুল করিম ও মনিটরিং, রিপোর্টিং এবং পাবলিকেশন অফিসার মোহাম্মদ আলমগীর।

* গত ১৫ থেকে ১৯মে কেয়ার বাংলাদেশ আয়োজিত 'Monitoring and Evaluation of Development Program' শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন সংস্থার মনিটরিং, রিপোর্টিং এবং পাবলিকেশন অফিসার মোহাম্মদ আলমগীর।

* গত ৯ থেকে ১২ মে পিকেএসএফ আয়োজিত 'Micro Finance Management' শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন লাইভলীহুড বিভাগের সহকারী কর্মকর্তা তাজুল ইসলাম খাঁন।

* গত ১৭ থেকে ১৯মে এ্যাকশন এইড বাংলাদেশ আয়োজিত 'Proposal Writing and Logframe' শীর্ষক তিন দিনব্যাপী কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন লাইভলীহুড বিভাগের কোঅর্ডিনেটর সাখাওয়াত হোসেন মজুমদার।

* গত ১৭ থেকে ১৯ মে 'Nears Stretagic Plan' শীর্ষক তিনদিন ব্যাপী কর্মশালায় যোগদান করেন প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের ব্যবস্থাপক বেদৌরা বেগম।

* Japan International Co-operation Agency (JICA) আয়োজিত 'Group Training Course on Rural Women Empowerment' শীর্ষক প্রশিক্ষণ গত ২৩শে মে থেকে জাপানে শুরু হয়েছে এবং তা আগামী ৬ আগস্ট পর্যন্ত চলবে। এতে অংশগ্রহণ করছেন শিক্ষা বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক আনজুমান বানু লিমা।

* ২৮ থেকে ৩১ মে পিকেএসএফ আয়োজিত 'সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ' বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন লাইভলীহুড বিভাগের হিসাব সহকারী এয়াকুব উদ্দীন।

*গত ২৯মে থেকে ২জুন কোডেক আয়োজিত 'The Modular Training Course on Non-formal Education Program' শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন শিক্ষা বিভাগের সহকারী কর্মকর্তা আলো চক্রবর্তী।

* গত ৩১মে থেকে ২ জুন, কেয়ার বাংলাদেশ আয়োজিত 'Report Writing & Analytical Skills Development' শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন লাইভলীহুড বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল।

* গত ৫ জুন থেকে ৯ জুন কেয়ার বাংলাদেশ আয়োজিত 'Micro Finance Operation, Risk Analysis & Delinquency Management' শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন সংস্থার লাইভলীহুড বিভাগের সহকারী কর্মকর্তা তাঈম-উল-আলম।

* গত ৫জুন থেকে ৯জুন কেয়ার বাংলাদেশ আয়োজিত 'Office Management & General Administration' শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন প্রশাসন সহকারী এস,এম মামুনুর রশিদ।

* গত ১২ জুন থেকে ১৬ জুন কেয়ার বাংলাদেশ আয়োজিত 'Stengthening Accounting System of Devolopment Organization' শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশহগ্রহণ করেন লাইভলীহুড বিভাগের হিসাব সহকারী ফারহানা ইয়াছমিন ও রাজু দে।

* পিকেএসএফ আয়োজিত 'প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ' - এ অংশগ্রহণ করেন লাইভলীহুড বিভাগের সহকারী কর্মকর্তা মোহাম্মদ সেলিম ও টুটুল কুমার দাশ।

* CAMPE আয়োজিত 'ECCD' কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন শিক্ষা বিভাগের জুনিয়র অফিসার তাসলিমা আকতার।

প্রথম জাতীয় লোককেন্দ্র মিলনমেলায় ঘাসফুল

প্রথম জাতীয় লোককেন্দ্র মিলনমেলা'০৫ গত ২৪-২৫ মে ২০০৫ মানিকগঞ্জের কইটার অনুষ্ঠিত হয়। এ মিলনমেলায় এ্যাকশন এইড বাংলাদেশ এর রিফ্লেক্ট বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংস্থার ৬৩ টি লোককেন্দ্রের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এতে ঘাসফুল থেকে ৫ জন (২জন লোককেন্দ্র ম্যানেজার, লোককেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির ২জন ও আবিদুর পাড়া উন্নয়ন কেন্দ্রের উপদেষ্টা কমিটির ১জন) প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। অত্র অনুষ্ঠানের শেষ দিনে ঘাসফুলের নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী উপস্থিত ছিলেন। উক্ত মিলনমেলার উদ্বোধন করেন এ্যাকশন এইড বাংলাদেশ এর কান্ট্রি ডিরেক্টর নাসরিন হক।

বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ থেকে লোককেন্দ্র মেলায় ক্রেস্ট নিচ্ছেন ঘাসফুল লোককেন্দ্রের ম্যানেজার।

এতে ঘাসফুলের দুটি লোককেন্দ্রের সদস্যদের উৎপাদিত পণ্য, বিভিন্ন প্রকাশনা প্রদর্শিত হয়। ঘাসফুলের পক্ষ থেকে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে লোককেন্দ্রের কার্যক্রম উপস্থাপন করা হয়। উক্ত মিলনমেলায় লোককেন্দ্র বিষয়ক গবেষণা উপস্থাপনা করেন ডঃ নিত্যা রাও, প্রভাষক, উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগ, ইউনিভার্সিটি অফ ইষ্ট এনগ্লিয়া, যুক্তরাজ্য। পরবর্তীতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ক্রেস্ট বিতরণ করা হয়।

'ক্রান্তি' প্রদর্শিত (৮ম পৃষ্ঠার পর)

পাবে। এ ব্যাপারে 'রোকেয়া' চরিত্রে রূপদানকারী রোকেয়া প্রাচী বলেন, উক্ত চলচ্চিত্রের মাধ্যমে আমাদের সমাজের চলমান কিছু ঘটনাকে তুলে ধরা হয়েছে, যা বাস্তবিক। ছবিতে সমস্যাগুলোর মাধ্যমে আমরা প্রত্যেকের সচেতনতাবোধকে জাগ্রত করার চেষ্টা করেছি। ড. মীর্জা হাসান বলেন, নারীরা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বাস করে, সেজন্য তারা অনেক নির্যাতন, নিগ্রহ মেনে নেয়, আবার, এ চলচ্চিত্রে নারীরা প্রতিবাদী হওয়ার চেষ্টা করছে- তাই যে স্বৈততা এখানে এসেছে তা বাস্তব অবস্থার উপলব্ধি থেকে করা হয়েছে। অনুষ্ঠানের সমাপনী বক্তব্যে ঘাসফুলের নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী বলেন, নির্যাতিত, নিপীড়িত, নিগৃহিত নারীরা গ্রামে যেমন থাকে, ঠিক তেমনি শহরেও থাকে উক্ত চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সেটি দেখানো হয়েছে।

'বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস'০৫ (১ম পৃষ্ঠার পর)

বক্তারা আরো বলেন, সরকার ও বিভিন্ন বেসরকারী সংগঠনগুলোর কর্ম তৎপরতার কারণে বাংলাদেশে পূর্বের তুলনায় মা ও শিশু মৃত্যুর হার অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। সভাপতির বক্তব্যে বেদৌরা বেগম বলেন, মা ও শিশুর এ অনভিপ্রেত মৃত্যুর হারকে আরো হ্রাস করার জন্য প্রত্যেক নারীর উচিত সঠিক বয়সে সন্তান ধারণ করা, প্রসব পূর্ব ও প্রসব পরবর্তী অবস্থায় গর্ভবতী মাকে পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান করা, শিশুর খাদ্য সম্পর্কে মাকে অবহিত করানো, দক্ষ ধাত্রী বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চেকআপ করা ও প্রসব করানো প্রভৃতি। তিনি উপস্থিত সকলকে এ ব্যাপারে সতর্ক ও সচেতন হওয়ার জন্য পরামর্শ দেন।

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

বর্ষ ৪
সংখ্যা ২
এপ্রিল-জুন ২০০৫

ঘাসফুল বার্তা

ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুলের কৃতি শিক্ষার্থীদের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ সম্পন্ন

ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুলের কৃতি শিক্ষার্থীদের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান সম্প্রতি স্কুলে অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে

একজন শিক্ষার্থীর হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন স্কুলের উপাধ্যক্ষ হোমায়রা কবির চৌধুরী।

সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলওয়াত করে ২য় শ্রেণীর ছাত্র মোহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ হোমায়রা কবির চৌধুরী। তিনি বলেন, কোমলমতি শিক্ষার্থীদের প্রতিভা বিকাশে অত্র পুরস্কার প্রণোদনা হিসেবে কাজ করবে। পুরস্কার প্রদানে সহযোগিতার জন্য তিনি এলিট পেইন্ট কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। অভিভাবকদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন আবদুস ছোবহান। তিনি এ ধরণের অনুষ্ঠান আয়োজন করায় স্কুল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। এ ধরণের উদ্যোগ ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিভা বিকাশে সহায়তা করবে। সভাপতির বক্তব্যে আফতাবুর রহমান জাফরী বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য তাদের উপযোগী পাঠ্যক্রম তৈরী করতে হবে। তবেই শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় স্পৃহা আরো বৃদ্ধি পাবে। তিনি এ ব্যাপারে উপস্থিত

(৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

উপদেষ্টামন্ডলী
শাহানা আনিস
ডেইজি মউদুদ
হাফিজুল ইসলাম নাসির
লুৎফুন্নেসা সেলিম (জিমি)
রওশন আরা মোজাফফর (বুলবুল)

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আফতাবুর রহমান জাফরী

সম্পাদক
শামসুন্নাহার রহমান পরাণ

নির্বাহী সম্পাদক
মোহাম্মদ আলমগীর

সম্পাদকীয় পরিষদ
মফিজুর রহমান
সাখাওয়াত হোসেন মজুমদার
আনজুমান বানু লিমা

ঘাসফুল বার্ষিক সাধারণ সভা'০৪ ও নির্বাহী কমিটির নির্বাচন সম্পন্ন

বার্ষিক সাধারণ সভা'০৪ এর উপস্থিত সদস্যদের একাংশ

ঘাসফুলের বার্ষিক সাধারণ সভা ২০০৪ ও নির্বাহী কমিটির নির্বাচন ২৪ জুন শুক্রবার চট্টগ্রাম ইক একচেঞ্জ মিলনায়তনে সম্পন্ন হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান শামসুন্নাহার রহমান পরাণ। সভায় সংস্থার চলমান কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার পাশাপাশি ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা নিয়েও আলোকপাত করা হয় এবং চলমান কাজের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। সভায় আগামী দুই বৎসরের জন্য (১লা জুলাই ২০০৫ থেকে ৩০শে জুন ২০০৭ পর্যন্ত) সংস্থার সাধারণ

(৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

জেলা শিল্পকলা একাডেমীতে নারী অধিকার ইস্যুতে এডভোকেসী ফিল্ম শো 'ক্রান্তি' প্রদর্শিত

ঘাসফুল আয়োজিত বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এর 'Gender, Knowledge, Networking and Human Rights Intervention in Bangladesh' প্রকল্পের সহায়তায় নির্মিত এবং ড. মির্জা হাসান পরিচালিত চলচ্চিত্র 'ক্রান্তি' গত ১১ এপ্রিল'০৫ তারিখে জেলা শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে প্রদর্শিত হয়। চলচ্চিত্র প্রদর্শনের পূর্বে উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন ঘাসফুলের নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী। উক্ত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সরকারী ও বে-সরকারী সংস্থার প্রতিনিধি, নাট্যকর্মী, এডভোকেট, সাংবাদিক, মানবাধিকার কর্মী, ছাত্র শিক্ষক সহ বিভিন্ন পেশার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। উক্ত চলচ্চিত্রটি প্রদর্শনের পর উপস্থিত সুধীবৃন্দ তাদের মতামত, প্রশ্নাবলী, গঠনমূলক সমালোচনা, সুপারিশ রাখেন। উপস্থিত দর্শকবৃন্দের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন -ড. মির্জা হাসান, সোহেলা নাজনীন, উমা চৌধুরী, রোকেয়া প্রাচী, আফতাবুর রহমান জাফরী প্রমুখ। বিশিষ্ট নারী নেত্রী ও ইলমা'র নির্বাহী পরিচালক জেসমিন সুলতানা পারু বলেন ,দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়া, হয়রানী, হুমকি প্রভৃতির কারণে ধর্ষিতা যথাসময়ে তার বিচার পায়না। তারা এ ধরণের পরিস্থিতির কারণে হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে, তাদের এ ধরনের হতাশা থেকে কিভাবে মুক্তি দেয়া যায়, সে ব্যাপারে আমাদেরকে ভাবতে হবে। ব্লাস্ট প্যানেল ল'ইয়ার বলেন, প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলো নারীরা যদি নিজেরাই

উপস্থিত দর্শকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন GKNHRIB প্রকল্প টিম লিডার ড. মির্জা এম. হাসান

দৈনন্দিন জীবনযাপনের স্বাভাবিক মূল্যবোধ বলে ধরে না নেয়, তাহলে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার পরিবর্তন ঘটতে পারে।এডভোকেট উত্তরাদেব চৌধুরী বলেন, দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়ার কারণে বিভিন্ন মামলায় সাধারণ মানুষ যে হয়রানীর শিকার হচ্ছে-তা নিরসনকল্পে আমাদের আরো সচেষ্ট হতে হবে। নাট্যকর্মী অলক মাহমুদ ও জাহাঙ্গীর কবির বলেন, উক্ত চলচ্চিত্রে আইনগত দিকটা অত্যন্ত সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছে। GKNHRIB প্রকল্পের সমন্বয়কারী উমা চৌধুরী বলেন, পুরুষ ও নারী পারস্পারিক সহযোগিতার মাধ্যমে যদি জীবননির্বাহ করে তাহলে সেটাই আদর্শ ব্যবস্থা, নারীরা পুরো মাত্রায় তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হলে নারী-পুরুষ বৈষম্য অনেকাংশে হ্রাস

(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

নিউ ডিশন, আলমবাগ, কাজীর দেউড়ী, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত এবং শামসুন্নাহার রহমান পরাণ কর্তৃক ঘাসফুল, ১৩৬১ ডি টি রোড, পশ্চিম মাদারবাড়ী, জিপিও বক্স : ১০৫৭, চট্টগ্রাম-৪০০০, ফোন: ৭১৪৫১৯, ই-মেইল : ghashful@spnetctg.comতে প্রকাশিত।